দৈনিক সমকাল, ১৮ই অক্টোবর ২০১২ , শ্রেণী - ০২০

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বুধবার বাংলাদেশ গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ২০১২-তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দিলারা বেগম ক্রেস্ট প্রদান করেন পিআইডি

গ্রন্থাগার গড়তে বিত্তশালীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার দেশে শক্তিশালী গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে দেশব্যাপী গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার জন্য সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আপনাদের অর্জিত অর্থের একটি অংশ এ লক্ষ্যে বিনিয়োগ করে বাংলাদেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার সরকারি উদ্যোগে সহযোগিতা করুন।'

গতকাল বুধবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের দু'দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, 'আমরা সংরক্ষণ ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থাগার আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। এতে গবেষণা সহজ হবে এবং পেশাদারিত্বের মানোন্নয়ন ঘটবে।' তিনি বলেন, তার সরকার দেশের গ্রন্থাগারগুলোর উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গ্রন্থাগারগুলো ডিজিটাইজড করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে জ্ঞানপিপাসুরা সহজে তাদের পাঠচাহিদা মেটাতে পারবেন। এ ছাড়া গ্রন্থাগারের অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারি গণগ্রন্থাগারগুলোর নিজস্ব ভবন এবং ৪৫টি জেলায় পাবলিক লাইব্রেরি নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত গণগ্রন্থাগার স্থাপনের কাজ চলছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। এখানে পাঠকরা অনলাইন সার্ভিসের সুবিধা পাবেন। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের তথ্যসেবা প্রদানে ব্লাইন্ড সেন্টার খোলা হয়েছে। সে সঙ্গে দেশের সব বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮ হাজার সহকারী লাইব্রেরিয়ানের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশ লাইব্রেরিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ।

অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দিলারা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংগঠনের সহ-সভাপতি কাজী আবদুল মাজেদ, মহাসচিব ড. মিজানুর রহমান এবং গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক নাফিজ জামান শুভ বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী এ দেশের নিজস্ব এবং নানা সময়ে আগমনকারী বিভিন্ন জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের যে অমূল্য সাহিত্য উপকরণ রয়েছে, তা সংরক্ষণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার গ্রন্থাগার নীতি প্রণয়ন করেছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, জোট সরকারের সময় এটি বাস্তবায়িত হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এবার গ্রন্থাগার নীতি যুগোপযোগী করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ছাড়া আমরা সারাদেশে দুই হাজার মসজিদভিত্তিক পাঠাগার গড়ে তুলেছি। পাঁচ হাজার মসজিদ পাঠাগারে নতুন বই দিয়েছি।'

East West University LIBRARY 43, Mohakhali C/A